Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাসিয়াহ তায়্যেবাহ

রোলঃ 23090121719

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জাসিয়াহ তায়্যেবাহ

রোলঃ 23090121719

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জাসিয়াহ তায়্যেবাহ, আইডিঃ 23090121719 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Jasiyah Taiyabah

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জাসিয়াহ তায়্যেবাহ

আইডিঃ 23090121719

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা:..5

কুরআনের আলোকে ইলম: 6

আম্বিয়াগণের (আলাইহিমুস সালাম) ইলম:...8

সাহাবীদের ইলম অর্জনের পদ্ধতি-..12

শিক্ষা প্রচারে সাহাবাদের ত্যাগ: 14

সালাফদের (রহিমাহুমুল্লাহ) জীবনে ইলম:..16

সালাফদের ইলমের উৎস ও বৈশিষ্ট্য-..17

সালাফদের ইলম অর্জনের পদ্ধতি-..19

পারিবারিক জীবনে ইলমের গুরুত্ব:...40

সমাপ্তি:..49

সূচনা:

ইলম শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু এই ইলম অর্থ কি? সাধারণ যেকোনো জ্ঞানকেই কি ইলম বলা চলে? সকলেরই কি ইলম থাকা আবশ্যক কিনা। কতটুকুন ইলম অর্জন করা উচিত। কিংবা এর গুরুত্ব বা ফজিলত কি। এধরনের আরো নানা প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয়।

ইলম হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানকে ইলম বলা হয়। কুরআনে প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, "পড়ো, তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সুরা আলাক্ব, আয়াত ১) এ থেকে ইলমের গুরুত্ব বুঝা যায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা পড়ার কথা বলছেন। এছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন ফরজ।" (ইবনু মাজাহ) এক্ষেত্রে প্রতীয়মান যে ইলম অর্জন করা আমাদের জন্য ফরজ অর্থাৎ আবশ্যক। সবাইকে ইলম অর্জন করতে হবে। ইলম ছাড়া মানুষ পরিপূর্ণ মুসলিম হতে পারবে না। এর গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। ইলম বা জ্ঞান মানবজীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ এবং সভ্যতা নির্মাণের প্রধান ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে যে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে সম্মানিত করেছেন, তার মধ্যে জ্ঞান অন্যতম। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে শেখায়।

ইলম ছাড়া মানুষ নিজের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না, আর সমাজও অগ্রসর হতে পারে না। ব্যক্তির চারিত্রিক গঠন, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা সবকিছুর মূলেই রয়েছে সঠিক জ্ঞান। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা লাভের প্রধান মাধ্যম হলো ইলম।

এই থিসিসে ইলম অর্জনের গুরুত্ব, এর বহুমাত্রিক উপকারিতা, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর প্রভাব, এবং ইসলামের আলোকে জ্ঞানের মর্যাদা বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি আধুনিক যুগে ইলমের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তাও আলোচনার আওতায় আসবে। জ্ঞানই মানুষকে উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণের শক্তি প্রদান করে, এ সত্য প্রতিষ্ঠা করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

কুরআনের আলোকে ইলম:

ইলম অর্জন ইসলামের বুনিয়াদি নির্দেশনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে অসংখ্যবার বলেছেন জ্ঞান অর্জনের কথা। তিনি জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিও জানিয়ে দিয়েছেন, দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত আয়াতটিতে বলা হয়েছিল ইক্বরা অর্থাৎ পড়ো। তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে জানতেন না, তাঁর কোনো ইলম ছিলনা, তিনি নবুয়তের আগে উম্মি বা মূর্খ ছিলেন। নবুয়তের মাধ্যমে তাঁর ইলম অর্জনের শুরু হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলো, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?" (সুরা যুমার, আয়াত ৯)

জ্ঞানী এবং অ-জ্ঞানী মানুষের অবশ্যই পার্থক্য আছে। একজন মূর্খ ব্যক্তি কোনোকিছুর চিন্তা না করেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি নিবেন না। কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম এবং খিজির আলাইহিস সালামের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব কি। অপরদিকে মুসা আলাইহিস সালাম ও ফেরআউনের ঘটনা থেকেও অনুমেয় অতিরিক্ত দুনিয়াবী জ্ঞান মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানুষকে সম্মানিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।" (সুরা মুজাদালাহ, আয়াত ১১)
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে থাকে।" (সুরা ফাত্বির, আয়াত ২৮)

আল্লাহ তাআ'লা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পরেই তাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন, ইবাদাতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন, আদব আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন," তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন..." (সুরা বাকারাহ, আয়াত ৩১)
আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আলিমদের সাধারণ মানুষের থেকে উপরে স্থান দিয়েছেন। আলিমগণ আল্লাহ তাআলাকে বেশি ভয় করে অন্যদের তুলনায়। তাদের ইলম তাদের তাক্বওয়াহ শিক্ষা দেয়। কুরআনে বর্ণিত আছে,"আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করে জ্ঞানীরাই।" (সুরা ফাত্বির, আয়াত ২৮)
কুরআনে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়াও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, "বলো হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" (সুরা ত্বহা, আয়াত ১১৪)

কুরআনে আল্লাহ তাআলা চিন্তা করতে, গবেষণা করতে, ফিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করছেন," তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না?" (সুরা নিসা, আয়াত ৮২)
আসুন, আমরা কুরআনিক জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করি।

হাদীসের আলোকে ইলম: ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্ব কুরআনের পাশপাশি হাদীসেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইলম অর্জনের গুরুত্ব, শিক্ষা প্রদান, ইলম অন্বেষণ, আলিমদের মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের ফজিলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ইলম হলো অন্তরের আধার। নিজের পোশাকের ময়লার প্রতি নিজেরই মতো একজন মাখলুকের দৃষ্টিকে যদি আমি লজ্জা করি, তবে আমার অন্তরের প্রতি আল্লাহর দৃষ্টিকেও লজ্জা করা উচিত। "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা ধনসম্পত্তির দিকে তাকান না। বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর আর আমলের দিকে।" (সহিহ মুসলিম, ২৫৬৪)

ইলম অর্জনের পথে আমাদের আগাতে হবে খাঁটি নিয়ত নিয়ে। হাদিসে আছে, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই(প্রতিদান) রয়েছে যা শেষ নিয়ত করে।" (সহিহ বুখারি, ১ ; সহিহ মুসলিম, ১৯০৭)
ইলম অর্জন একদিনের বিষয় না। এর সাথে লেগে থাকতে হয়। তবেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসে। পূর্ববর্তী বুজুর্গ গণ অনেক মেহনতের ফলে ইলম অর্জন করতে পেরেছন। বেশি বেশি দোয়া করতে হবে যেনো আমার অর্জিত ইলম আমি ইসলামের খেদমতে কাজে লাগাতে পারি। আল্লাহর সাহায্যের ফলেই আমরা সফল হতে পারবো নচেৎ নয়। হাদিসে আছে আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না।" (সহিহ মুসলিম, ২৬৬৪) হাল ছেড়ে দিলে কোনো কাজেই সফলতা আসবেনা।ধৈর্য ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতে হবে। তবেই আল্লাহর ইচ্ছায় কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারবো। জ্ঞান শুধু অর্জন করে রেখে দিলেই হবে না, সেটা সবার কাছে প্রচার করতে হবে। সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে। নাহয় কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

আরবীতে সুন্দর একটা প্রবাদ আছে, "যে ব্যক্তি ইলমকে সম্মান করে না, ইলমও তাকে সম্মান করে না।" ইলম অর্জনের সাথে সেই ইলমের প্রতি সম্মান দেখানোও আমাদের

কর্তব্য। ইলমী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।" (সহিহ বুখারি)
ইলমের মাধ্যমে মানুষ সাদাকায়ে জারিয়াহ পেতে পারে। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সাওয়াব যা মৃত্যুর পরেও জারি থাকবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহিহ বুখারি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের নির্দেশ দিতেন যেনো আবিদ না হয়ে শুধু আলিম হয় অথবা আলিম না হয়ে শুধু আবিদ হয়। অর্থাৎ, তাঁরা যেনো ইবাদতগুজার হওয়ার পাশাপাশি ইলমের অর্জনের দিকেও লক্ষ রাখে। একজন আলিমের মর্যাদা আবিদ অপেক্ষা বেশি, যেমন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মর্যাদা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশি। একজন বে-ইলম আবিদ মানুষের দৃষ্টান্ত একটা গাধার মতো, সে জানে না তার পিঠে কি বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
অপরদিকে একজন বে-আমল আলিম মানুষের দৃষ্টান্ত হলো আলো ছাড়া বাতির মতো। আলোকিত করার জন্য বাতি জ্বালানো হয়েছে ঠিকই তবে আলো না থাকায় অন্ধকারই রয়ে গেলো। অতএব, আমাদের সকলের উচিত পরিপূর্ণরূপে ইলম অর্জন করা।সেই ইলমকে আমলে পরিণত করা।

আম্বিয়াগণের (আলাইহিমুস সালাম) ইলম:

ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য এক অনন্য নিয়ামত। সাধারণ মুসলিমদের ইলম থেকে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সত্য এবং সবচেয়ে উপকারী ইলম হলো আম্বিয়াগণের (আলাইহিমুস সালাম) ইলম। কারণ তাঁরা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার ছাত্র ছিলেন। তাঁদের ইলম অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, মানবতার পথপ্রদর্শক এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা নিজে তাঁদের সকল জ্ঞান, আদব আখলাক, হিকমাহ, বিচারবুদ্ধি শিক্ষা দিয়েছেন যেনো তা মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কষ্ট হবে এমন কোনো কিছু কখনও নাজিল করেন নি। তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

“তিনি তাঁর বান্দার উপর স্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, যাতে তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনেন।” (সুরা আল হাদীদ,আয়াত ৯)

আম্বিয়াগণের ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি প্রদত্ত। কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন,
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন।" (সুরা আল বাকারাহ, আয়াত ৩১)
এই আয়াত প্রমাণ করে প্রথম মানব, প্রথম নবি এবং রাসূল আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইবনে কাসির বলেন,
هذا دليل على شرف العلم والمنزلة العظيمة للمعلم والمتعلم

অর্থ: "এটি ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ।"
আম্বিয়াগণের ইলম মানবজাতির সবচেয়ে শুদ্ধ ও নির্ভুল জ্ঞান। নবি রাসূলগণের জ্ঞান ভুল-ত্রুটি মুক্ত। কারণ তা সরাসরি আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার সবক। তাই তাঁদের নির্দেশনা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চিরসত্য। কুরআনে বর্ণিত আছে,
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি নিজের খেয়াল খুশি থেকে কথা বলেন না। এটি ওহি ছাড়া কিছুই নয়।" (সুরা আন নাজম, আয়াত ৩-৪)
এখান থেকে বুঝা যায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকল আম্বিয়াগণের ইলম ছিল ওহিভিত্তিক।

মানবজাতিকে ইলম শেখানোর জন্যই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। নবি রাসূলদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা। শির্ক, বিদআত, অপসংস্কৃতি, ফেতনা ফাসাদ ইত্যাদি সকল খারাপী থেকে সত্যের পথে, তাওহীদের পথে, এঅ আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বান করা। কুরআনে ইরশাদ আছে,
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا... يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন... তিনি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪)

আল্লাহ তাআলা ওনার নবীগণের মধ্য থেকে এক পিতা-পুত্র দুইজনকে নবুয়ত দিয়েছিলেন। সাথে দিয়েছিলেন বিশেষ ইলম। পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং পুত্র হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। উভয়কেই দেয়া হয়েছিল বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, শাসননীতি, ন্যায়পরায়ণতার ইলম। আল্লাহর তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

“আর সত্যিই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি।” (সুরা আন নামল, আয়াত ১৫)
একবার সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

“এটি আমি সুলায়মানকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলাম।” (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৯)
এটা থেকে প্রমাণ হয়, আম্বিয়াগণের ইলম আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার বিশেষ তাওফিক্ব।

ইবরাহীম আলাইস সালামের ইলম ছিল যুক্তি ও প্রজ্ঞার।জাতির পিতা সায়্যেদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার তর্ক-যুক্তি, ঈমানের শক্তি ও গভীর জ্ঞান দান করেন। কুরআনে বলা হয়,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ

“এগুলো আমাদের প্রমাণসমূহ, যা আমরা ইবরাহিমকে প্রদান করেছি।” (সুরা আল আন'আম, আয়াত ৮৩) এছাড়া হাদিসে আছে ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“ما أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنَ الحُجَجِ مَا أُعْطِيَ إِبْرَاهِيم”

“ইবরাহিম (আ.)-কে যে যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।”

আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লার আম্বিয়াগণের মধ্যে তোতলা স্বভাবের রাসূল ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। তাঁকে আল্লাহ তাআ'লা হিকমাহ ও ইলম দান করেছিলেন। তিনি বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

“যখন তিনি যৌবনে পৌঁছালেন, তখন আমরা তাঁকে হুকুম ও ইলম দান করলাম।" (সুরা আল-কাসাস, আয়াত ১৪)

আম্বিয়াগণের মধ্যে যিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন এবং ৪০ বছর শাসন করবেন সেই ঈসা আলাইহিস সালামের বিশেষ ইলম সম্পর্কে কুরআন বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

“আর তিনি (আল্লাহ) তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল।” (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৮)
অর্থাৎ ওনার ইলম ছিল বহুমাত্রিক।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ইলমের ধারক। তিনি হলেন সকল নবী রাসূলগণের শিক্ষক।সকল নবী রাসূলগণের নেতা।সকল নবী রাসূলগণের অগ্রপথিক। সকল আম্বিয়াগণের ইলম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হয়েছে। তিনি বহুমাত্রিক জ্ঞান, হিকমাহ, প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারীতা, সত্যবাদীতা ইত্যাদি সকল উত্তম গুণের অধিকারী একজন কুরআনের ডুপ্লিকেট মানুষ ছিলেন। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

“আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন।” (সুরা আন নিসা, আয়াত ১১৩)
স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

“নিশ্চয়ই আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।” (সহিহ মুসলিম)

সকল ইলম নবুয়তের মেরুদন্ড।আম্বিয়াগণের (আলাইহিমুস সালাম) ইলম ছিল আলোর উৎস। যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসার সুযোগ পেয়েছে।

সাহাবাগণের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) জীবনের ইলম: ইলম অর্জন ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি আর সাহাবাগণ ছিলেন এই ইলমের প্রথম ধারক ও বাহক। তাঁরা সবসময় নবিজীর কাছাকাছি থাকতেন। তাঁরা নবিজীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে কুরআন, সুন্নাহ, আকিদাহ, ফিক্বহ, ইবাদত, আখলাক, শাসনব্যবস্থার প্রকৃত জ্ঞান শিখেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং প্রাপ্ত ইলম অনুযায়ী আমল করতেন। তাঁরা বর্ণনাকারীর (রাবি) তাকওয়া ও আমল যাচাই করতেন এবং ইলমকে আমলের সাথে সমন্বয় করে জীবনযাপন করতেন। তাঁদের জীবন ছিল ইলম অর্জন, ইলম চর্চা ও ইলম প্রচারের এক জীবন্ত উদাহরণ। অনেক সাহাবির বয়স হওয়া সত্ত্বেও ইলম অন্বেষণ থেকে বিরত থাকেননি। তাঁদের ইলমের গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাস নির্মাণে অপরিসীম।

সাহাবীদের ইলম অর্জনের পদ্ধতি-

সতর্কতা ও যাচাই বাছাই: ইলম গ্রহণের আগে তারা বর্ণনাকারীর আমল, আখলাক, তাকওয়া, সুন্নাহর অনুসারী কিনা ইত্যাদি দেখে ইলম নিতেন। যেনোতেনো লোকের থেকে ইলম নেওয়াটা বড় ধরণের বিপদের কারণ মনে করতেন।

শিক্ষকের সোহবত: তারা প্রাজ্ঞ আলেমের সোহবতে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে ইলম শিখতেন, যা ছিল সে সময়ের দ্বীন শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি। নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসার অনুপস্থিতিতেই তারা ইলম অর্জন করেছেন।

আমলের প্রতি মনোযোগ: সাহাবিরা শুধু ইলম অর্জন করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং ইলম অনুযায়ী আমল করার উপর জোর দিতেন, যা আমলি জিন্দেগী গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য ছিল।
হযরতের উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিছু উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:
"তোমরা ইলম অর্জন করো এবং ইলমের জন্য স্থির ও সহনশীল হও। শিক্ষকদের সামনে বিনয়ী হও। তোমাদের ছাত্ররাও যেন তোমাদের সামনে বিনয়ী হয়। সাবধান, তোমরা অহংকারী আলেম হবে না, কারণ তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ অহমিকার সাথে ইলম টিকে থাকবে না।" (ইমাম আহমাদ কৃত আয-যুহদ, পৃ. ১৪৯)

"কেউ যখন আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তখন আপন হিকমতের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করে তোলেন। তাকে বলা হয়, তুমি ওঠো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে উঁচু করে দেবেন। সে নিজেকে অনেক তুচ্ছ ভাবে কিন্তু মানুষের চোখে সে হয়ে থাকে অনেক বড়।" (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ১/১৫৩)

"শেষ রাতে উঠে গুনগুন করে জিকির করার নাম দ্বীন নয়; বরং দ্বীন হলো তাকওয়ার নাম।" (ইমাম আহমাদ কৃত আয-যুহদ, পৃ. ১৫৩)

কুরআন শিক্ষায় সাহাবাগণের নিষ্ঠা: সাহাবারা কুরআন শেখার জন্য অসাধারণ ত্যাগ ও ধৈর্য দেখিয়েছিলেন। তারা প্রতিটি আয়াত মুখস্থ করার পাশাপাশি তার ব্যাখ্যা, গভীর অর্থ এবং বাস্তব প্রয়োগ শিখতেন। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা কুরআনে বলেছেন,
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত।" (সুরা আল জুমু'আহ, আয়াত ২) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম দায়িত্ব ছিল তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া। হাদীসে এসেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,
من كان منكم مستنًّا فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة... وكانوا أصحابه أفضل الأمة

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অনুসরণ করতে চায়, সে মৃতদের অনুসরণ করুক; কারণ জীবিতের ওপর কুসংস্কারের সম্ভাবনা থাকে... এবং তাদের সাথীরা (সাহাবারা) উম্মাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (মুসান্নাফ আবি শায়বা)
তিনি আরও বলেন:
ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وفيمن نزلت

"কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যা আমি জানি না কোথায় নাজিল হয়েছে এবং কার জন্য নাজিল হয়েছে।" (সহিহ মুসলিম)
এটি প্রমাণ করে যে তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াতের প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে জানতেন।

হাদিস শিক্ষায় সাহাবাগণের অবদান: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহাবারা ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রজন্ম। তারা হাদিস শুনে মুখস্থ করতেন, প্রয়োগ করতেন এবং অন্যদের শিখাতেন। আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হাদিস বর্ণনায় সবচেয়ে অগ্রগণ্য। তিনি বলেন:
إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ﷺ... كنت ألزم رسول الله ﷺ على ملء بطني

"তোমরা বলতে পারো যে আবু হুরাইরা ﷺ রাসূলের অনেক হাদিস বর্ণনা করেন... আমি নিজে রাসূল ﷺ-কে উৎসাহিত করতাম যেন তিনি আমার পেট ভরিয়ে দেন।" (সহিহ বুখারী)
তিনি তিন বছরেই এমন ইলম সংগ্রহ করেছিলেন যা অনেকেই জীবনে পারেননি।

অন্য এক দুর্দান্ত সাহাবি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক ছোট কাজও নকল করতেন। নাফি' রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
ما رأيت أحدًا أشد اتباعًا لسنة النبي ﷺ من ابن عمر

"আমি কারোকে দেখিনি যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণে ইবনে উমরের চেয়েও কঠোর।" (সুনানে তিরমাযী)

ফিকহ ও বিচারব্যবস্থায় সাহাবাদের দায়িত্ববোধ: সাহাবাগণের ইলম ছিল বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রয়োগযোগ্য। খলিফাগণ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শ নিতেন।
দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:

كان عمر وقافًا عند كتاب الله

"উমর কুরআন অনুযায়ী দৃঢ় ও অটল ছিলেন।" (আদ দারমী) অর্থাৎ তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুসরণে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন।
চতুর্থ খলিফা হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ফিকহ, ক্বাযা ও প্রশাসনের জ্ঞানে অতুলনীয়। উমারে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁকে বলেন,

أقضانا عليّ

"আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।" (সুনানে তিরমিযী) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিচারকাজে সবচেয়ে দক্ষ আলী।

শিক্ষা প্রচারে সাহাবাদের ত্যাগ:

ইলম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েন—মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, শাম, মিশর, ইয়ামান ইত্যাদি সব জায়গায়।
এরমধ্যে একজন সাহাবি ছিলেন মুসআব ইবনে উমায়ের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মদিনায় প্রথম দাঈ ছিলেন। কুরআন শিক্ষা দিয়ে পুরো শহরকে ইসলামের পথে আনেন।

অপর সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل

"আমার উম্মতকে হালাল ও হারামের বিষয়ে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দেবেন মুয়াজ ইবনে জাবাল।" (সুনানে তিরমিযী) তাঁকে ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আরেক সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাকে বলা হয় “حَبْرُ الأمّة”— উম্মাহর আলেম।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন:

اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل

“হে আল্লাহ! তাকে ফিকহ(প্রজ্ঞা) দান করুন এবং তাকে কুরআনের তাফসির শেখান।” (সহিহ বুখারী) তাঁর ব্যাখ্যা ক্ষমতা কুরআন তাফসিরে অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

সাহাবাগণের ইলম অর্জনের মনোভাব:

তাদের শিক্ষালাভ ছিল আন্তরিক, পরিশ্রমী ও আল্লাহভীতিপূর্ণ। জ্ঞান অর্জনে রাত–দিন পরিশ্রম করতেন তাঁরা।
ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كنتُ آتي باب الأنصار لأسألهم عن الحديث...

“আমি আনসারদের ঘরে যেতাম হাদিস জিজ্ঞেস করার জন্য...” (মুসতাদরাক আল হাকিম) তিনি জানালা–দরজার সামনে অপেক্ষা করতেন, শুধু একটি হাদিস শেখার জন্য। সুবহান আল্লহ!
প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিতেও সাহাবাগণ পিছপা হতেন না।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক সাহাবীর কাছ থেকে একটি হাদিস শোনার জন্য পুরো এক মাসের যাত্রা করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ) অল্প জানলেও প্রচার করতেন সবসময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بلغوا عني ولو آية

"প্রচার করো, একটি আয়াতও যদি হয়।" (সহিহ বুখারী) সাহাবারা এই নির্দেশ পেয়ে প্রতিটি আয়াত ও হাদিস প্রচারে মনোযোগী ছিলেন।

সহীহ জ্ঞানের প্রতি তাদের সতর্কতা:

তারা ভুল হাদিস বা ভুল ব্যাখ্যা প্রচারকে বড় অপরাধ মনে করতেন। ইবনে সিরিন বলেন:

إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم

"এই জ্ঞান একটি দ্বীন। সুতরাং লক্ষ্য করো, তোমরা কার কাছ থেকে তোমার দ্বীন গ্রহণ করছ।" (সহিহ মুসলিমের ভূমিকা)

সাহাবাদের ইলমের প্রভাব: সাহাবাগণের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ইলম ছিল ইমান, নৈতিকতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সমন্বয়। তারা ইসলামকে শিখেছে, বাস্তবায়ন করেছে এবং বিশ্বে প্রচার করেছে। তাঁদের ইলমের ফলে কুরআন সংরক্ষিত হলো, হাদিস সংরক্ষিত হলো, ফিকহের ভিত্তি স্থাপিত হলো, ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠল, বিশ্বব্যাপী দাওয়াহ ছড়িয়ে পড়ল, পরবর্তী প্রজন্ম (তাবেঈন) মহা আলিম হয়ে ওঠল। সর্বোপরি, তাঁদের ইলম পুরো উম্মাহর পথ আলোকিত করে আজও। তাঁদের ইলমের প্রতি আগ্রহ, শিক্ষার পদ্ধতি, ত্যাগ, পরিশ্রম এবং দায়িত্ববোধ আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। ইসলামী ইলম চর্চার ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে সাহাবাগণের অবদান অমলিন ও অনন্য।

সালাফদের (রহিমাহুমুল্লাহ) জীবনে ইলম:

সালাফে সালেহীন আমাদের চেতনার বাতিঘর। অন্ধকার পথে আলোর মশাল। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাঝে আছে নবিজির রেখে যাওয়া সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অবিচল থাকার নিশ্চয়তা।

সালাফ আরবী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ হলো পূর্বপুরুষ, পূর্বসুরি। বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনু মানযুর বলেন,
"তোমার আগে আগমনকারী, বয়স ও মর্যাদায় তোমার চেয়ে উচ্চাসনে আছেন যেসব আত্মীয়-স্বজন ও পূর্বপুরুষ, তারাই হলো সালাফ।" (লিসানুল আরব: ৯/১৫৯)
ইসলামী পরিভাষায় সালাফ বলতে সাধারণত বুঝানো হয় প্রথম তিন যুগের ব্যক্তিবর্গকে। অর্থাৎ, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীদেরকে। ইমাম বায়জুরী বলেন,
"সালাফ দ্বারা উদ্দেশ্য অগ্রজ নবীগণ, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ।" (শারহু জাওহারাতুত তাওহীদ: ১১১)
আল্লামা সালেহ উসাইমিন বলেন-
"সালাফ অর্থ অগ্রজ। যে যার অগ্রজ সে তার সালাফ। তবে সালাফ শব্দ প্রয়োগ করা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উত্তম তিন যুগ তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীগণ।" (ফাতওয়া নূর আলাদ দারব: ১৭৫)

হাদিসে আছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
"সবচেয়ে উত্তম মানুষেরা হলো আমার যুগের মানুষ। অতঃপর যারা তাদের পরে আগমন করবে তারা। অতঃপর যারা তাদেরও পরে আসবে তারা।" (সহীহ বুখারী, ২৬৫০)

সালাফদের ইলমের উৎস ও বৈশিষ্ট্য-

কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান: সালাফগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও সাহাবাদের ব্যাখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে ইলম শিখতেন। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কুরআনের তাদাব্বুর, হাদিসের মুখস্থ ও যাচাই, ফিকহের বিশ্লেষণ, আমল ও তাকওয়ার সমন্বয়। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন:
السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

“সুন্নাহ নূহ (আ.) এর নৌকার মতো; যে এতে আরোহন করবে সে রক্ষা পাবে, আর যে বিরত থাকবে সে ধ্বংস ও ডুবে যাবে।” (আল ই'তিসাম গ্রন্থে ইমাম আল শাতিবী রহিমাহুল্লাহ) অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ছিল তাঁদের ইলমের মূল নীতি।

তাবেঈনদের ইলম ছিল ইলমের স্বর্ণযুগ-
হাসান আল-বাসরি (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন তাবেঈনদের মধ্যে ইলম, জুহুদ ও খুশুর প্রতীক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমাতুল্লহর একটি প্রখ্যাত উক্তি ইমাম আবু নু'ইম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ' হিলিয়াতুল আওলিয়া' তে উল্লেখ করেন,
ما ازداد عبدٌ من العلم إلا ازداد من الله خوفًا

"একজন বান্দা যতই জ্ঞান বৃদ্ধি করে, ততই তার আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়।” অর্থাৎ জ্ঞান যত বাড়ে, আল্লাহভীতি তত বাড়ে—এটাই সালাফদের ইলমের প্রকৃতি।

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন হাদিস গ্রহণে অতিরিক্ত সতর্ক। তিনি বলেন:
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

“নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হলো দ্বীন; সুতরাং দেখো, তোমরা কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো।” (সহিহ মুসলিমের ভূমিকা) এই বাণী সালাফদের ইলমে সতর্কতার সর্বোচ্চ উদাহরণ।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ফিকহে মদিনার প্রখ্যাত আলেম। বলা হয়-
ما فاتته صلاة في المسجد النبوي أربعين سنة

"তিনি চল্লিশ বছর মসজিদে নববীতে একটি সালাতও বাদ দেননি।" এটি ইলম ও আমলের সুন্দর একটি উদাহরণ।

তাবিঈ তাবেঈনদের ইলম ও মেধা-
ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) ফিকহ ও কিয়াসে ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন:
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة

“ফিকহের ব্যাপারে মানুষ সবাই আবু হানিফার ওপর নির্ভরশীল।” (তারিখে বাগদাদ) অর্থাৎ ফিকহে মানুষ তাঁর ওপর আস্থাশীল।

ইমাম মালিকের (রহিমাহুল্লাহ) ইলমের গভীরতা এমন ছিল যে তিনি বলতেন-
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك

"আমি কোনো ফতোয়া দিই না যতক্ষণ না সাতজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন যে আমি তার যোগ্য।" (জামি' বায়ান আল ইলম) অর্থাৎ ৭০ আলেম সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ফতোয়া দেননি।

ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,
من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الحديث قويت حجته

“যে কুরআন শিখেছে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, এবং যে হাদিস শিখেছে, তার যুক্তি শক্তিশালী হয়।” (মুনাকিব আশ শাফিয়ী) তিনি আরবি ভাষা, ফিকহ এবং উসুলে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) হাদিস সংগ্রহে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-

حفظ ألف ألف حديث
)طبقات الحنابلة(

"তিনি এক মিলিয়ন হাদিস সংরক্ষণ করেছিলেন।"
অর্থাৎ দশ লক্ষ হাদিস সংরক্ষণ করেছিলেন (মতভেদ আছে, তবে অতিরঞ্জন নয়)।

সালাফদের ইলম অর্জনের পদ্ধতি-

দীর্ঘ সফর ও কঠোর পরিশ্রম: একটি হাদিস শোনার জন্য মাসের পর মাস ভ্রমণ করতেন। ইমাম বুখারি বলেন:

رحلت في طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ

"তিনি হাদিসের সন্ধানে এক হাজার ফার্সাখের বেশি পথ ভ্রমণ করেছিলেন।" (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

মুখস্থ করার শক্তি: ইমাম শাফিঈ সম্পর্কে বলা হয়—
كان إذا نظر في الورقة حفظها من مرة واحدة

"তিনি যখন কোনো কাগজে লেখা দেখতেন, তা একবারেই মুখস্থ করে নিতেন।"(তারিখে বাগদএকবার দেখলেই মুখস্থ হয়ে যেত।

শিক্ষক সম্মান ও আদব:ইমাম মালিক বলতেন-
لا يؤخذ العلم من صاحب هوى
)الجامع لأخلاق الراوي(

"জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত নয় সেই ব্যক্তি থেকে যিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বলেন।" সুতরাং,ইলমের সাথে আদব অপরিহার্য।

হাদিস যাচাই ও সংরক্ষণে সালাফদের ভূমিকা -

হাদিস গ্রহণের কঠোর নিয়ম: তারা সাহাবাগণের মতো রিজাল, সনদ, স্মৃতি, চরিত্র সবকিছু যাচাই করতেন। ইবনে মোবারক বলেন:

الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

"ইসনাদ (হাদিসের সনদ) দ্বীনের অংশ। যদি ইসনাদ না থাকে, তবে যে কেউ যা খুশি বলতে পারত।" (সহিহ মুসলিমের ভূমিকা)

হাদিস সংগ্রহ: ইমাম বুখারি ৬ লক্ষ হাদিস থেকে ৭ হাজার বাছাই করেন। ইমাম মুসলিম ৩ লক্ষ হাদিস থেকে নিজের সংগ্রহ গড়েন।

সালাফদের ইলমের আধ্যাত্মিকতা-

তাদের ইলম শুধু তথ্য না, বরং ইমান, তাকওয়া, নিয়ত ও কাঁদাকাটি মেশানো ছিল। হাসান আল-বাসরি বলেন:

"كانوا يقولون العلم علمان: علم في القلب وهذا النافع، وعلم على اللسان وهذا حجة الله على ابن آدم".

)حلية الأولياء(

"তারা বলতেন, জ্ঞান দুই ধরনের হয়: একটি হলো হৃদয়ের জ্ঞান, এটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকর; আর একটি হলো জীবনের ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞান, এটি আল্লাহর প্রতি মানুষের ওপর দায়িত্ব ও প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।"

বিতর্কে সালাফদের অনীহা-

সালাফরা যেসব বিষয় অপছন্দ করতেন তার মধ্যে আছে, হালাল-হারামের মাসআলা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। ইসলামের মহান ইমামদের রীতি এমনটা ছিল না। পরবর্তীতে এসবের জন্ম হয়েছে। যেমন: শাফেয়ী ও হানাফীদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা ও এই বিষয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি ও নানান ধরনের তর্ক-বিতর্ক। এ সবগুলোই পরবর্তীতে সৃষ্ট, যার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূল বলেছেন,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

"তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবার দরুনই কেবল মানুষ হেদায়াত পাবার পরও আবার গোমরাহ হয়ে যায়।"
তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেছেন,
مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

"তারা আপনার সামনে যে উদাহরণই পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হলো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।"
(সুনানে তিরমিজী, ৩২৫৩)
কোনো এক সালাফ বলেছেন,
"আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার মঙ্গল চান, তখন তার জন্য আমল করার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন এবং বিবাদের দরজাকে বন্ধ করে দেন। আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার আমল করার দরজাকে বন্ধ করে দেন এবং বিবাদের দরজা খুলে দেন।"

একবার ইমাম মালেক কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'বিবাদে লিপ্ত হবার জন্য কেউ সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারবে?'
তিনি উত্তরে বললেন, 'না, বরং সে সঠিক বিষয়টি অবগত করাবে। যদি তার কথা গ্রহণ করা হয় তবে ভালো, অন্যথায় চুপ করে থাকবে।'
ইমাম মালেক থেকে এই কথাটিও বর্ণিত আছে যে, 'ইলমী বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ ইলমের নূর ছিনিয়ে নেয়।'
তিনি আরও বলেন, 'ইলমি বিষয়ে বিতর্ক অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং বিদ্বেষের জন্ম দেয়।'
অধিকাংশ জিজ্ঞাসিত মাসআলার বিষয়ে তিনি বলতেন, 'লা আদরি'। মানে হলো আমার জানা নাই।
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও এই বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতেন।
এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, আমাদের সালাফগণ তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করতেন, করতে নিষেধ করতেন।

পরবর্তী যুগে সালাফদের ইলমের প্রভাব- সালাফগণের ইলমের মেহনতের ফলে তাফসিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, ফিকহের চার মাযহাব গঠন, হাদিস সংরক্ষণ, উসুল আল-ফিকহের অবকাঠামো তৈরি, আরবি ভাষার শুদ্ধতা সংরক্ষণ, আধ্যাত্মিকতা (তাযকিয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন

হয়েছে। তাঁদের সকলের মেহনতের ফসল এসব। সালাফদের ইলম পুরো উম্মাহর জন্য নিরাপদ পথ ও মানদণ্ড হয়ে আছে।

সালাফে সালিহীনদের ইলম ছিল পবিত্র, নির্ভুল, আমলনির্ভর এবং সুন্নাহভিত্তিক। তাদের ইলম চর্চা, ত্যাগ, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি, আল্লাহভীতি, সতর্কতা ও পরিমিতিবোধ আমাদের জন্য এক মহান আদর্শ।

ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও উৎস:

ইলম বা জ্ঞান অর্জন কেবল মানব জীবনের উন্নতি নয়, বরং ইসলামের মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদিসে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বারবার আলোচিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে সাহাবা, তাবেইন এবং সালাফে সালিহীনরা জ্ঞান অর্জনের জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেগুলো আমাদের জন্য আদর্শ।

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইলম অর্জন-

কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ: ইলম অর্জনের প্রধান উৎস হলো কুরআন। কুরআন আমাদের নির্দেশ দেয় চিন্তা, গবেষণা ও বিচারধারার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য। কুরআনে বলা হয়েছে,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (সুরা আলাক, আয়াত ১) এখানে ইলম অর্জনের প্রাথমিক নির্দেশনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচার, বাণী ও নির্দেশনায় শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

قال رسول الله ﷺ: “طلب العلم فريضة على كل مسلم

“জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।” (ইবনে মাজাহ, ২২৪) এখানে সাহাবাদের প্রতি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষকের মাধ্যমে ইলম অর্জন-

সালাফরা ও তাবেইনরা তাদের জ্ঞান মূলত শিক্ষক বা আলেমের কাছ থেকে অর্জন করতেন।

শিক্ষকের মাধ্যমে সঠিক ও যাচাই করা জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قال النبي ﷺ: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেবেন।" (আবু দাউদ) শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের গুরুত্ব এখানে বোঝানো হয়েছে।

বইপড়া ও লেখাপড়ার মাধ্যমে ইলম-

বইপড়া ও নোট গ্রহণ: ইলম অর্জনের জন্য বইপড়া এবং নোট গ্রহণ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত পদ্ধতি। সাহাবারা কুরআন, হাদিস ও ফিকহ সংরক্ষণের জন্য নোট করতেন। ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كنت أكتب القرآن مع الصحابة

"আমি সাহাবাদের সঙ্গে কুরআন লিখতাম।"(ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া) এখানে বইপড়া ও লেখাপড়ার মাধ্যমে ইলম অর্জনের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

গবেষণা ও বিশ্লেষণ: সালাফরা কেবল মুখস্থ করতেন না, বরং গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেও ইলম অর্জন করতেন।কুরআনে বলা আছে,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

"তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করবে না?" (সুরা আন নিসা, ৮২)
আলি ইবনে জারীর আত-তাবারি
বিশ্লেষণমূলক পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতেন।

জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে থাকা-

সহপাঠ ও সহশিক্ষা: ইলম অর্জনের আরেকটি পদ্ধতি হলো আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকা। সালাফরা এমন মানুষের সঙ্গে সময় কাটাতেন যাদের কাছ থেকে তারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান গ্রহণ করতে পারতেন। আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

كانوا إذا أرادوا العلم ذهبوا إلى العلماء

"যখন তারা জ্ঞান চেয়েছিল, তখন সরাসরি আলেমের কাছে যেত।" (মুসতাদরাক আল হাকিম) এই পদ্ধতি সালাফদের সময় থেকে চলে আসছে।

আত্ম-চর্চা ও আমল-

জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ: ইলম অর্জনের শেষ ধাপ হলো জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করা। শুধু মুখস্থ করলেই হবে না, তা হৃদয় ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বর্ণিত আছে,

العلم علمان: علم في القلب وهذا النافع، وعلم على اللسان وهذا حجة الله على ابن آدم.

"জ্ঞান দুই ধরনের: হৃদয়ের জ্ঞান যা প্রয়োজনীয়, এবং মুখের জ্ঞান যা আল্লাহর কাছে প্রমাণ।" (হিলিওয়াতুল আওলিয়া)

এখানে জ্ঞান অর্জনের সাথে আমল ও অভ্যন্তরীণ ধারণার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

ধৈর্য ও দীর্ঘমেয়াদি চর্চা: ইলম অর্জন সহজ নয়। দীর্ঘমেয়াদী অধ্যবসায় ও ধৈর্য অপরিহার্য।শাফিয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ما انتفع أحد بالعلم إلا بالعمل به

)مناقب الشافعي(

"কেউই জ্ঞান থেকে উপকৃত হয় না, যদি তা জীবনে প্রয়োগ না করে।" এতে সালাফদের ধৈর্য ও চর্চার গুরুত্ব বোঝায়।

ইলম অর্জনের মূল উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ, শিক্ষক ও জ্ঞানী মানুষ, এবং পদ্ধতিগুলো হলো কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়ন, শিক্ষক ও আলেমদের কাছে যাওয়া, বইপড়া ও নোট গ্রহণ, গবেষণা ও বিশ্লেষণ, অভ্যন্তরীণ চর্চা ও আমল, ধৈর্য ও অধ্যবসায় এবং দোয়া। অবশ্যই দোয়া করে যেতে হবে যেনো আল্লাহ তাআলা সবকিছু সহজ করেন, উপকারী ইলম দান করেন।

সহীহ মুসলিমে সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অনুপকারী ইলম, অবিনত অন্তর, অপরিতৃপ্ত আত্মা এবং অগ্রহণযোগ্য দোআ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহিহ মুসলিম, ২৭২২)

ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) জাবের (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি। এবং অনুপকারী ইলম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (ইবনে হিব্বান, সহিহ, ৮২)
ইমাম তিরমিজী (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরাইরা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার প্রদত্ত ইলম দ্বারা উপকৃত করো, আমাকে উপকারকারী ইলম শিক্ষা দাও এবং আমার ইলম বৃদ্ধি করো।" (তিরমিজী, ৩৫৯৯)

এরকম আরো অনেক দোয়া নবীজী, তাঁর সাহাবাগণ, সালাফগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এসব পদ্ধতি ও উৎস অনুসরণ করে আজকের মুসলিমরা সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে।

ইলম অর্জনের ফজিলত: ইলম অর্জনের মাধ্যমে মানুষ কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে। ফলে তার অন্তর ইবাদতের সাথে লেগে থাকে এবং ইবাদতের কারণে আলোকিত হয়। আর সে ব্যক্তি ইবাদত করে এ ভিত্তিতে যে, এটি একটি ইবাদত। এ ভিত্তিতে নয় যে, এটি একটি অভ্যাস। আর এ কারণেই যখন মানুষ সালাত আদায় করে, তখন সে কুরআনে বর্ণিত আয়াতের উপর আমল করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সুরা আল আনকাবূত, আয়াত ৪৫)

ইলম হলো নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) উত্তরাধিকার : নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) কাউকে দুনিয়াবী কোন জিনিসের উত্তরাধিকারী বানাননি। কেবলমাত্র তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি নবীগণের উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে। এটি ইলম অর্জনের সবচেয়ে বড় ফযীলত।

ইলম স্থায়ী হয় আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়: আল্লাহর রাসুলের একজন সাহাবি যিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনার জন্য খ্যাত।সেই

আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। তাঁর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস এখনও মানুষের মুখে মুখে। আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পেতে থাকবে যে ব্যক্তি তার বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা উপকৃত হয়েছে/হচ্ছে। তাহলে বুঝা গেল যে, ইলম টিকে থাকে, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়। অতএব, ইলম ধরে রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল ছিন্ন হয়ে যায়। সাদাকায়ে জারিয়াহ হলো এমন ইলম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'আ করে"। (সহিহ মুসলিম, ১৬৩১, সুনানে আবু দাউদ, ২৮৮০, সুনানে তিরমিযী, ১৩৭৬)

ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি ইলম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন কষ্ট অনুভব করেনা: যখন আল্লাহ কাউকে কোন ইলম দান করেন, তখন তিনি তার অন্তরে সংরক্ষণ করেন। ইলম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন সিন্দুক বা চাবিকাঠি অথবা অন্যান্য কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় না, অন্তর ও হৃদয়েই যথেষ্ট।ইলম আল্লাহর অনুমতিক্রমে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে সম্পদকে বড় দরজার অন্তরালে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও সম্পদের ব্যাপারে আস্থাশীল হওয়া যায় না।

মানুষ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইলমকে মাধ্যম বানায়:
এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর এই বাণী,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮)
আল্লাহর একত্বের উপর সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাগণের সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ সাক্ষ্যদান করে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমাদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট। আর ইলমের মাধ্যমে এমন সম্মান অর্জিত হবে।কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলেন আহলুল ইলম তথা আলিমগণ:

আল্লাহ তা'আলা যাদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে “উলুল আমর" (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর আনুগত্য করো”। (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৯) জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (আলিমগণের) কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর বিধি-বিধান (শরী'আত) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। আর শাসকবর্গের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর বিধি-বিধান (রাষ্ট্রে) বাস্তবায়িত করা এবং তা পালনের জন্য জনগণকে বাধ্য করা।

আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর অটল থাকবেন: আর এর পক্ষে দলীল গ্রহণ করা হয় মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক ইলম (জ্ঞান) দান করেন”। (সহিহ বুখারী, ৭১, সহিহ মুসলিম, ১৩৩৭, সহিহ ইবনু হিব্বান, ৮৯)
প্রকৃতপক্ষে, আলিমগণ ওহির জ্ঞান অর্জন করেন এবং সে অনুযায়ী মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যান। এ উম্মাহর আলিমজাতি আল্লাহর সত্য দীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হওয়ার সময়ও তারা স্বীয় অবস্থায় অটল থাকবেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এ দল সম্পর্কে বলেন,
إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ

"যদি তারা 'আহলুল হাদীস' না হন, তাহলে আমি জানি না তারা কারা"। (ফাতহুল বারী ১/১৬৪, শারহুন নাওয়াবী ১৩/৬৭)
ক্বাযী 'ইয়াদ্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,
أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) "আহলুস সুন্নাহ"কে এবং যারা আহলুল হাদীস মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।" (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ তার বান্দাদের যেসব নি'আমত দান করেছেন, সেসবের মধ্যে কোন নি'আমতের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দুটি নি'আমতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)।

১. ইলম অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

২. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

"(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (সাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"। (সহিহ বুখারী, ৭৩, সহিহ মুসলিম, ৮১৬, সহিহ ইবনু হিব্বান, ৯০, সুনান ইবনু মাজাহ, ৪২০৮, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী, ২০১৬৪)

ইলম অন্বেষণের পথ জান্নাতের পথ: আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস তার প্রমাণ। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"আর যদি কোন ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন।" (সহিহ মুসলিম, ২৬৯৯, তিরমিযী, ২৬৪৬, ইবনে মাজাহ, ২২৫)

ইলম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়: বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে ইলম এবং কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ সহজ হয়।

নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: তারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত

বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে সাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"। (সূরা আল মুজাদালাহ, আয়াত ১১)

ইলম অর্জনের বহু ফজিলত রয়েছে। যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের এসব ফজিলত কুড়ানোর তাওফিক্ব দেন।

কিভাবে ইলম মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে: ইলম অর্জন একটি অবশ্যকীয় কাজ। যার মাধ্যমে তার জীবন সুপ্রসন্ন হতে পারে। জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মানতে চাইলে ইলম অবশ্যই লাগবে। এই ইলম মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির থেকে আলাদা করেছে এবং মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে বাহ্যিক শক্তি, সম্পদ বা বংশকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেনা; বরং ইলম ও তাকওয়াকে মানদণ্ড বানিয়েছে। মানুষের মর্যাদা নির্ধারণে আল্লাহ যে প্রধান উপাদান উল্লেখ করেছেন তা হলো ইলম। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে—আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক স্তর উঁচু করবেন।” (সুরা আল মুজাদালা, আয়াত ১১) এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জ্ঞানীর মর্যাদা আল্লাহ নিজেই বৃদ্ধি করেন ইলমের দ্বারা।

ইলম মানুষকে ফেরেশতাদের তূল্য সম্মান প্রদান করে:হাদিসে এসেছে, ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য দোয়া করে এবং তাদের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إنَّ الملائكةَ لَتَضَعُ أجنحتَها لطالبِ العلمِ رِضاً بما يَصنَعُ

“জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়।” (সুনানে তিরমিজী) এটি জ্ঞানের মাহাত্ম্যের এমন দৃষ্টান্ত যা পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্র বা সমাজ দিতে পারে না।

ইলম মানুষকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, সে সঠিক–ভুল, হালাল–হারাম এবং সত্য–মিথ্যার পার্থক্য জানতে পারে। এটি মানুষের জীবনকে নিরাপদ ও সঠিক পথ দেখায়। কুরআনে ইরশাদ আছে,

هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?" (সুরা যুমার, আয়াত ৯) এই আয়াত স্পষ্ট করে যে জ্ঞানী ও অজ্ঞ কখনোই এক মর্যাদায় থাকতে পারে না।

ইলমের ফজিলতের মধ্যে অন্যতম হলো,

ইলম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করে: জ্ঞান ছাড়া মানুষ অন্ধের মতো থাকে। জ্ঞান তাকে ভুল পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من يردِ اللهُ به خيرًا يفقِّههُ في الدِّين

"আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (সহিহ বুখারী) অতএব, ইলম প্রাপ্ত হওয়া নিজেই আল্লাহর একটি বিশেষ দয়া ও আনুগত্যের নিদর্শন।

আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত হলো **ইলম মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভুল পথ থেকে রক্ষা করে:** অজ্ঞতা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। জ্ঞান অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে এবং মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শক্তিশালী করে। কুরআনে বর্ণিত,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ

"বলুন: অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?" (সুরা আর রা'দ, আয়াত ১৬) অজ্ঞতা হলো অন্ধত্ব, আর ইলম হলো দৃষ্টি। এটাই বাস্তবতা।

ইলম সমাজে নেতৃত্ব ও দায়িত্বের যোগ্যতা তৈরি করে: ইলম ছাড়া নেতৃত্ব গ্রহণ করা ইসলামে বৈধ নয়। জ্ঞানই মানুষকে ন্যায়বিচারকারী, সুচিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল করে।আমিরুল মু'মিনিন উমারে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

تفقَّهوا قبل أن تُسوَّدوا.

"নেতৃত্ব পাওয়ার আগেই জ্ঞান অর্জন করো।" (বুখারী, মুয়াল্লাক) এটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী সে-ই প্রকৃত নেতৃত্বের যোগ্য।

ইলম মানুষের চরিত্র, নৈতিকতা ও আখলাক উন্নত করে: ইলম কেবল তথ্য ভাণ্ডার নয়; বরং তা মানুষের চরিত্র উন্নত করে, বিনয়ী করে, সহনশীল ও নম্র করে। প্রখ্যাত সালাফ শাফীয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ليس العلم ما حُفِظ، إنما العلم ما نفع

"জ্ঞান হলো যা মানুষকে উপকারে আসে; মুখস্থ করা তথ্য নয়।" (হিলিওয়াতুল আওলিয়া) অতএব, ইলম মানুষকে ব্যবহারিকভাবে উন্নত করে এবং আচার-আচরণে পরিশীলিত করে।

ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচিতি প্রদান করে: দ্বীন শিক্ষা দেয়। জ্ঞান মানুষকে আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে প্রকৃত ভয় করে তারাই, যারা জ্ঞানী।" (সুরা ফাত্বির,আয়াত ২৮) অর্থাৎ জ্ঞান মানুষকে ঈমান ও আল্লাহভীতি সম্পন্ন করে, যা মানুষের সর্বোচ্চ গুণ।

ইলম মানুষকে সৎকর্মের দিকে উৎসাহিত করে: জ্ঞান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। ইলম মানুষকে সঠিক আমল করতে সাহায্য করে এবং ভুল থেকে বাঁচায়। এ বিষয়ে আমিরুল মু'মিনিন আলি আসাদুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل

"জ্ঞান আমলকে ডাকে। যদি আমল তাকে গ্রহণ করে, তবে জ্ঞান টিকে থাকে; না হলে জ্ঞান বিদায় নেয়।" (জামি'উল বায়ান আল ইলমুল ইবনে আবদুল বারি)

ইলম মানুষকে মানবতার উপকারে নিয়োজিত করে: জ্ঞানী মানুষ সমাজের সমস্যার সমাধান করে, মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রে উপকারের কাজ করে। এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।
অতএব, ইলমের মাধ্যমে মানুষ বহুমুখী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। সে দুনিয়া ও আখিরাতে যেমন লাভবান হয়, আল্লাহর কাছেও প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। তাই মানব শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি এবং ইসলামে ইলমই মানুষের প্রকৃত সম্মানের কারণ।

ঈমান বৃদ্ধির সহায়ক-ইলম: মুসলিম হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ইমান আনা। ইমান না থাকলে সে মুমিন কিংবা মুসলিম কিছুই থাকতে পারবে না। এই ইমান হলো ইসলামের ভিত্তি। আর

ইলম হলো সেই শক্তি যা ইমানকে দৃঢ় করে, শুদ্ধ করে এবং বৃদ্ধি করে। অজ্ঞতা ইমান কমিয়ে দেয়, আর জ্ঞান তাকে শক্তিশালী করে। ইসলামের প্রথম শিক্ষা পড়ো এটাই নির্দেশ করে যে জ্ঞানই ঈমানের আলো।
ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচিতি প্রদান করে, যা ইমান বৃদ্ধির মূল। ইলমের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে জানা। যত বেশি মানুষ আল্লাহর গুণাবলি, ক্ষমাশীলতা, ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানবে, তত তার ইমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"জেনে নাও—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" (সুরা মুহাম্মদ, ১৯)
তাওহীদ যত দৃঢ় হবে, ইমান তত বৃদ্ধি পাবে।

ইলম আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে:আল্লাহভীতি ইমানের শীর্ষ স্তর। ইলমের সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো আল্লাহর প্রতি গভীর ভয় সৃষ্টি করা। কুরআনে ইরশাদ আছে,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে প্রকৃত ভয় করে তারাই, যারা জ্ঞানী।" (সুরা ফাত্বির, ২৮) এ থেকে প্রমাণিত হয়, অজ্ঞতায় আল্লাহভীতি নেই। যার আল্লাহভীতি থাকেনা সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না কখনোই।
ইলম মানুষকে কুরআন বুঝতে সাহায্য করে: কুরআনই ইমান বাড়ানোর উৎকৃষ্ট উৎস ।ইলম ছাড়া মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে না। আর বুঝে বুঝে কুরআন পড়লে ইমান বৃদ্ধি পায়। কুরআনে বলা আছে,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে।" (সুরা আল আনফাল,আয়াত ২) ইলমের মাধ্যমে কুরআন বুঝা সহজ হয়।

ইলম মানুষকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বুঝতে সাহায্য করে: সুন্নাহ অনুসরণ ইমানকে পরিপূর্ণ করে।হাদিস ও সুন্নাহ হলো ইলমের দ্বিতীয় উৎস। যত বেশি মানুষ সুন্নাহ শিখবে, তত তার ইমান পাকাপোক্ত হবে। হাদিস শরীফে আছে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تركتُ فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي: كتابَ الله وسنتي

"আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধারণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"(আল মুয়াত্তা) অজ্ঞতা পথভ্রষ্ট করে, আর জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে স্থির রাখে এটা ইমান বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক।

ইলম মানুষকে হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান দেয়: হালাল পালন ও হারাম বর্জন ইমান বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি হারামকে এড়িয়ে চলে এবং হালালকে গ্রহণ করে, তার ইমান শক্তিশালী হয়। আর এটি সম্ভব শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الحلال بيِّن والحرام بيِّن...

"হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট..." (সহিহ বুখারী) আল্লাহ তাআ'লা নবীজীর মাধ্যমে মানবজাতিকে হালাল হারাম সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান দান করেছেন। এসব জ্ঞান অর্জনই সঠিক ইলম।

ইলম মানুষকে সন্দেহ থেকে রক্ষা করে: সন্দেহ দূর হলে ইমান বৃদ্ধি পায়। অজ্ঞ মানুষ সন্দেহে পড়ে, বিভ্রান্ত হয়, সহজেই ভুল পথে যায়। কিন্তু জ্ঞানী মানুষ সন্দেহ দূর করে এবং বিশ্বাসকে স্থির করে।ফলে তারাই সঠিক পথ পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।" (সুরা আন নাহল, আয়াত ৪৩)

ইলম মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে: আমল ইমানকে পরিপূর্ণ করে। যে যত বেশি জ্ঞান লাভ করবে, সে তত বেশি আমলে অভ্যস্ত হতে পারবে। আর তত বেশি ইমান বৃদ্ধি পাবে। সাহাবি আলি রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

العلم يهتف بالعمل...

"জ্ঞান আমলকে ডাক দেয়..." (জামিয়া বায়ান আল ইলম) ইলম মানুষকে সঠিক আমলের দিকে ধাবিত করে, যা ইমান বৃদ্ধির অন্যতম উপায়।

ইলম মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে: গুনাহ কমলে ইমান বাড়ে। জ্ঞান মানুষকে জানায় কোন কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য, কোনটি গুনাহ। গুনাহ ত্যাগ ইমানকে পবিত্র করে। কুরআনে কারিমে বর্ণিত আছে,

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

"তোমরা যদি তাকওয়া অর্জন করো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'ফুরকান' (সঠিক–ভুল পার্থক্যকারী জ্ঞান) দেবেন।" (সুরা আল আনফাল, ২৯) অতএব বলা যায়, তাকওয়া এবং ইলম একে অপরের পরিপূরক।

ইলম আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও আশা বৃদ্ধি করে: যে ব্যক্তি আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে জানে, সে তাঁর উপর ভরসা করে।
যার তাওয়াক্কুল শক্তিশালী, তার ইমানও শক্তিশালী। সুরা মায়েদাতে আল্লাহ পাক বলেন,
وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা করো।" (সুরা আল মায়িদাহ, ২৩) সুতরাং, ইলম মানুষকে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে শেখায়।

ইলম মানুষকে স্থিরতা দান করে: যা ইমান বৃদ্ধির সহায়ক। মানুষ বিপদে পড়লে সহজেই ভেঙে পড়ে যদি না পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে। কিন্তু জ্ঞানী মানুষ জানে দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, এবং মুসলিমদের জন্য জেলখানা স্বরূপ। পর্যাপ্ত ইলমের উসিলায় তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কুরআনে এসেছে,
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" (সুরা বাকারাহ, ১৫৫) ইলম মানুষকে ধৈর্য শেখায়, আর ধৈর্য ইমানকে পরিপূর্ণ করে।

ইলম হচ্ছে ইমানের সবচেয়ে মেইন উৎস। ইলম মানুষকে আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে শেখায়। সৃষ্টি করে আল্লাহভীতি। কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অভ্যাস গড়ে তুলে। হালাল–হারাম জানায়, সন্দেহ দূর করে একই সাথে আমল করতে সাহায্য করে। গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং ধৈর্যশীল ও তাকওয়াবান বানায়। সবশেষে, দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ পথে স্থির রাখে। যত ইলম বাড়ে, তত ইমান বৃদ্ধি পায় এটি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী। অতএব ইমানের অন্যতম সহায়ক হচ্ছে ইলম।

তাক্বওয়াহ অর্জনের সহায়ক-ইলম: তাক্বওয়াহ শব্দের অর্থ আল্লাহভীতি। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তাঁর দেখানো পথে চলার নামই তাক্বওয়াহ। তাক্বওয়াহর সর্ববৃহৎ মাধ্যম হলো ইলম। তাক্বওয়াহ অর্জনের জন্য অবশ্যই ইলম প্রয়োজন। ইলম ছাড়া এসব বিষয় অজানা থেকে যাবে। তাকওয়া ইসলামের সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণ। মানুষ যখন

আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল এবং দ্বীনের বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে জানে, তখন তার অন্তরে আল্লাহভীতি জন্মায়, আমল দৃঢ় হয় এবং চরিত্র পরিশুদ্ধ হতে থাকে।

ইলম ছাড়া তাকওয়া স্থায়ী হতে পারে না। শুধু আবেগ বা অনুভূতি তাকওয়া সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তাকে স্থায়ী এবং দৃঢ় করতে পারে না। তাই সালাফরা বলতেন,

"لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون عالمًا".

"একজন মানুষ আলিম না হলে প্রকৃত মুত্তাকি হতে পারে না।"
ইলম মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ বুঝতে শেখায়, কীসের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং কীসের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট হন—তা পরিষ্কার করে দেয়। সাহাবারা বলতেন,

"كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن".

"আমরা ইমান শিখতাম কোরআনের আগে।"
অর্থাৎ, তারা আগে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন, তারপর আমল দৃঢ় করতেন।
যে জানে আল্লাহ সবকিছু দেখেন, হিসাব নেবেন, দুনিয়ার কাজ আখিরাতে প্রত্যেকটি গণনা হবে সে কখনো গুনাহে সহজে জড়াবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

"নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা যখন শয়তানের কোনো প্ররোচনার সম্মুখীন হয়, তখনই তারা স্মরণ করে (আল্লাহকে)।"(সূরা আল আরাফ, ২০১)
এই স্মরণ ইলম থেকে আসে। কারণ যে জানে, সেই স্মরণ করে, আর সেই স্মরণ তাকওয়া উৎপন্ন করে।

যে কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন করে, সে শিখে রাগ কমানো, গীবত থেকে বাঁচা, পরনিন্দা না করা, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, অহংকার থেকে দূরে থাকা, দয়া ও বিনয়ী হওয়া ইত্যাদি।এগুলোই তাকওয়ার অংশ। সুতরাং ইলম চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকওয়া গড়ে তোলে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"সফল হলো সে, যে নিজের নফসকে পবিত্র করল।" (সূরা আশ-শামস, ০৯)
নফস শুদ্ধ করার সর্বোত্তম পথ হলো—জ্ঞান।

এটাই তাকওয়ার মূল পরিচয়, আল্লাহকে ভয় করা এবং আখিরাতকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানানো। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

وَمَا عِندَ اللَّهُ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

"আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা নেক লোকদের জন্যই উত্তম।" (সূরা আলে ইমরান, ১৯৮)
ইলমের মাধ্যমেই মানুষ বুঝে আল্লাহর কাছে যা আছে, সেটাই আসল।

সালাফদের মতে, ইলমই তাকওয়ার ভিত্তি।সালাফুস-সালিহীন জ্ঞানকে তাকওয়ার মূল ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।
ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية

"নিয়ত সঠিক হলে ইলমের তুলনা কোনো কিছুর নেই।"
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

العلم يورث الخشية، والخشية تورث التقوى

"ইলম খশিয়াত সৃষ্টি করে, আর খশিয়াত তাকওয়া জন্মায়।"
ইমাম শাফঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من تعلم العلم ازداد من الله خوفًا

"যে জ্ঞান অর্জন করে, সে আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করে।"

এতে স্পষ্ট, ইলমই তাকওয়ার প্রথম ধাপ।
তাকওয়া কোনো হঠাৎ অর্জিত গুণ নয়; এটি চর্চার ফল। আর এই চর্চার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো ইলম।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে ইলমের গুরুত্ব: মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো সৃষ্টি অহেতুক করেননি।এর পিছনে রয়েছে সুবিশাল উদ্দেশ্য। তেমনি আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।" (সূরা যারিয়াত, ৫৬)

মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট সেরা জীব। এই মর্যাদা সে পেয়েছে জ্ঞানের কারণে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে চেনা, তাঁর আনুগত্য করা এবং সুন্দর জীবন গঠন করা। এ উদ্দেশ্য পূরণে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো ইলম।

ইলম ছাড়া মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পারে না, কীসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তা ধারণা করতে পারে না, আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে না এবং সঠিক-ভুলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। তাই কুরআন ও সুন্নাহতে ইলমকে মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা হয়েছে।

ইলম মানুষকে তার উদ্দেশ্য চিনিয়ে দেয়।মানুষ কেন সৃষ্টি হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর না পেলে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ মানুষ ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। কিন্তু ইবাদত কী, কীভাবে করতে হবে, কোন কাজ ইবাদত আর কোনটি নয় এগুলো জানা যায় ইলমের মাধ্যমে। তাই ইলমই মানুষকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে।

মানবজাতিকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আল্লাহ ইলমের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। মানবসৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

“আল্লাহ আদমকে সব নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।” (সূরা আল বাকারাহ, ৩১)
সুতরাং জ্ঞানই ছিল মানুষের প্রথম উপহার। ফেরেশতারা আদমের সামনে সিজদা করেছিলও তাঁর জ্ঞানের কারণে। ইলম ছাড়া মানুষ ফেরেশতাকেও অতিক্রম করার মানদণ্ড অর্জন করতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে ইলমের গুরুত্ব: ইলম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে পরিশুদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও আলোকিত করে তোলে। ইসলামে ইলম শুধু বই-পুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনযাপন, চরিত্র, আচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব ক্ষেত্রেই সঠিক জ্ঞান অপরিহার্য। জ্ঞান মানুষকে তার উদ্দেশ্য, করণীয়, এবং জীবনের সঠিক পথ সম্পর্কে সচেতন করে।

ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে ইলমের ভূমিকা: ইলম মানুষকে সৎ-অসৎ, হালাল-হারাম, উত্তম-নিকৃষ্টের পার্থক্য শেখায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার আল্লাহ কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।" (সহিহ বুখারি ৭১) অর্থাৎ ব্যক্তিগত চরিত্রের

উৎকর্ষতার মূল হলো সঠিক জ্ঞান। জ্ঞান না থাকলে মানুষ ভুলকে ঠিক মনে করে, আর ঠিককে ভুল ভেবে বসে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ইলমের প্রভাব: আল্লাহ বলেন,
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমরাই ভয় করে।" (সূরা ফাতির, ২৮)
অর্থাৎ ইলম মানুষকে অহংকার থেকে দূরে রাখে এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইলমের ভূমিকা: ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিন অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কী খাবো, কার সঙ্গে চলবো, কোন কাজ হালাল/হারাম করবো, কোন বিষয়ে সতর্ক থাকবো ইত্যাদি। ইলমই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।" (সূরা আন নাহল, ৪৩) সঠিক জ্ঞান না থাকলে ভুল সিদ্ধান্ত মানুষকে দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অভ্যাস পরিবর্তনে ইলম গুরুত্ব: মানুষ অভ্যাসের দাস হলেও, সঠিক জ্ঞানের কারণে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করাটাও সহজ হয়ে যায়। ইলম মানুষকে নিজের ভুল অভ্যাস চেনাতে সাহায্য করে এবং তা সংশোধনের শক্তি দেয়। ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইলম হলো হৃদয়ের জীবন।" (মিফতাহ দারিসসা'দাহ) অর্থাৎ ব্যক্তি তার অভ্যাস, সময়, মানসিকতা—সবই জ্ঞানের আলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

আত্মসম্মান ও সচেতনতার উৎস হলো ইলম: জ্ঞান মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, অন্ধ অনুকরণ থেকে বের করে আনে।অজ্ঞতা লজ্জা, ভয়, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আর ইলম আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
"জ্ঞান অনুসন্ধান করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ ২২৪) অর্থাৎ মানুষ নিজের মূল্য বুঝতে পারে জ্ঞানের মাধ্যমে।

আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির পথ হচ্ছে ইলম: এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সে আদৌ সঠিক পথে আছে কিনা। বিপথে গেলে নিজেই নিজের সমালোচনার দরুন সঠিক পথে ফেরত আসতে পারে। পর্যাপ্ত ইলম না থাকলে এটা সম্ভব হবেনা। শাইত্বন সবসময় ওঁৎ পেতে আছে

মানুষকে অসৎ পথে নেওয়ার জন্য।তার টার্গেট-ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি পারবে তার ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকতে। নিজেকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অবিচল রাখতে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى

“সফল হলো সে ব্যক্তি যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল।" (সুরা আল আ'লা, ১৪)
ইলম অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের দয়া এবং অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর রহমতের মাধ্যমে আমরা নিজেদের শুদ্ধ করতে পারবো। তিনি বলেছেন,

لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

“আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতো না।” (সুরা আন নূর, ২১)

ইলম মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে: এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইলম মানুষকে গুনাহের কাজের পরিণতি জানায় এবং শয়তানের ধোঁকা সনাক্ত করতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

“যে নিজের নফসকে কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আন নাজিয়াত, ৪০) এ বিরত থাকার শক্তি ইলম ছাড়া আসা সম্ভব নয়।

ইলম সময়ের সঠিক ব্যবহার শেখায়: যার কাছে ইলম আছে, সে জানে সময় আল্লাহর নিয়ামত এবং অপচয় করা হারাম। ইলম মানুষকে সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে এবং অলসতা থেকে দূরে রাখে। সময়ের সৃষ্টার আনুগত্যের সবক দেয় ইলম।

ব্যক্তি উন্নতি ও সফলতার প্রথম ধাপ হলো ইলম: দুনিয়ার উন্নতি তথা শিক্ষা, কাজ, ব্যবসা, দক্ষতা ইত্যাদি সবই শুরু হয় ইলম দিয়ে। জ্ঞান ছাড়া কোনো সফলতা টেকসই হয় না।

ব্যক্তিগত জীবনে ইলম হলো- দিশা, আলো, নিরাপত্তা, চরিত্রের সৌন্দর্য, সিদ্ধান্তের পরিমাপক, তাক্বওয়াহের চাবিকাঠি, সফলতার ভিত্তি। ইলম ছাড়া ব্যক্তি জীবনে স্থিতি, শান্তি ও সঠিক পথচলা সম্ভব নয়।

পারিবারিক জীবনে ইলমের গুরুত্ব:

ইলম বা জ্ঞান মানুষের ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন এবং সামগ্রিক মানবসভ্যতার উন্নতির মূল ভিত্তি। বিশেষ করে পারিবারিক জীবন পরিচালনায় ইলমের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ও অপরিহার্য। পরিবার মানবসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এর ভিত্তি সঠিক হলে সমাজ ও জাতির ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। আর এই ভিত্তিকে সঠিকভাবে গড়তে প্রয়োজন যথাযথ ইলম তথা দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় জ্ঞান।

সঠিক আকীদা ও দীনদারি প্রতিষ্ঠায় ইলমের গুরুত্ব: পরিবারে আল্লাহভীতি, ঈমান ও সঠিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য ইলম অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মদ, ১৯) এই আয়াত প্রমাণ করে পরিবারে তাওহীদ, ঈমান, ইবাদতের সঠিক ধারণা ইলম ছাড়া স্থাপিত হয় না।

দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ইলম: স্বামী–স্ত্রী পরস্পরের অধিকার, দায়িত্ব ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হলে পরিবারে কলহ সৃষ্টি হয়। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবনযাপন করো।" (সূরা আন নিসা,১৯)
'মারুফ' বা উত্তম আচরণ জানতে হলে ইলম লাগবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) আদর্শ, স্ত্রী অধিকারের নিয়ম, চরিত্র, নৈতিকতা সবই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

সন্তানদের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনে ইলমের: সন্তানের প্রথম মাদরাসা হলো পরিবার। অভিভাবকদের ইলম না থাকলে সন্তান সঠিক পথে বড় হয় না।আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত তাহরীম, ৬)
পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার উপায় হলো ইমান, ইবাদত, আদব- আখলাক, হালাল–হারাম ইত্যাদির জ্ঞান শেখানো।

পারিবারিক সমস্যা ও বিবাদ সমাধানে ইলমের গুরুত্ব: ইলম মানুষকে কোমল, ধৈর্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ করে। কুরআনে ইরশাদ আছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
"তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করো।" (সূরা আন নাহল, ৪৩) অর্থাৎ,পরিবারে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য শরয়ী ইলম আবশ্যক।

ইলম হালাল উপার্জন ও দায়িত্বশীলতা শেখায়: পারিবারিক জীবনে হালাল উপার্জন, আর্থিক ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে ইলম প্রয়োজন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ
"হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজ।" (বায়হাকী: শু'আবুল ঈমান) হালাল–হারাম জানা না থাকলে পরিবারে হারাম উপার্জন ঢুকে যায়, যা বরকত নষ্ট করে। ইলম পরিবারে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ গঠন করে। ইলম মানুষকে আদব-আখলাকে উন্নত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ
"আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" (মুয়াত্তা মালিক) জ্ঞান ছাড়া চরিত্র গঠন হয় না। ফলে উত্তম পারিবারিক পরিবেশও তৈরি হয় না।

পরিবারে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইলম প্রয়োজন: স্বামী পরিবারের কর্তা। কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব দিতে হলে ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল।" (সূরা আন নিসা, ৩৪) দায়িত্ব পালন করতে হলে দ্বীনের কথা, বিচার বুদ্ধি, ন্যায়বিচারের ইলম জরুরি।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় ইলম জরুরি: সিলাতুর রাহিম রক্ষা করা ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ
"আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারি, মুসলিম) এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান পরিবারকে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

পারিবারিক সংকটে ধৈর্য বজায় রাখার জন্য ইলম: ধৈর্য সম্পর্কে জ্ঞান পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সুরা আল বাকারাহ, ১৫৩)

ইলম পরিবারকে জান্নাতের পথে চালিত করে: সঠিক ইলম পরিবারকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম) অতএব, পরিবারের প্রতিটি সদস্য ইলমের পথে চললে গোটা পরিবার জান্নাতের পথে এগিয়ে যায়।

সুতরাং, পারিবারিক জীবনে ইলমের গুরুত্ব হলো- ঈমান দৃঢ় করে, শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখে, সুশিক্ষিত সন্তান গঠন করে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে, হালাল আয়–ব্যয় করার গুরুত্ব বুঝায়, সঠিক নেতৃত্ব দান করে, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করে, ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়, জান্নাতের পথ সুগম হয়। ইলম ছাড়া আসলে পরিবার অন্ধকারে থাকে। ইলম পরিবারকে আলোকিত করে।

সমাজ জীবনে ইলমের গুরুত্ব:

ইলম মানবসমাজের অগ্রগতির মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন মূলত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের সক্ষমতার মাধ্যমে। সমাজকে ন্যায়, কল্যাণ, নীতিবোধ, উন্নয়ন ও মানবিকতার পথে পরিচালিত করতে হলে জ্ঞান অপরিহার্য। একজন ব্যক্তির ইলম শুধু তাকে সংশোধন করে না; বরং পুরো সমাজকে ইতিবাচকভাবে রূপান্তরিত করে। তাই সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ইলমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাস দ্বারা সুস্পষ্ট।

সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ইলম অপরিহার্য: কুরআন মানুষের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। ইলম ছাড়া ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানুওয়া তাআ'লা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় ও উত্তম আচরণের আদেশ দেন।" (সূরা আন-নাহল, ৯০) ন্যায়ের এই আদেশ তখনই কার্যকর হয়, যখন সমাজে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও বোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হয়।

একটি সভ্য ও শিক্ষিত জাতি গঠনের মূল শক্তি হলো ইলম: সমাজ তখনই উন্নত হয় যখন মানুষ শিক্ষিত হয়। শিক্ষা মানুষকে সভ্য করে, চরিত্রবান করে এবং সৃজনশীলতা জাগ্রত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারি) অর্থাৎ, ইলম ছড়িয়ে দিলে সমাজ সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে।

সমাজে নৈতিকতা ও শালীনতা প্রতিষ্ঠায় ইলমের গুরুত্ব: জ্ঞান মানুষকে আত্মসংযম, ধৈর্য, নম্রতা, শালীনতা, পরহেজগারি ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়। নৈতিক শিক্ষাহীন সমাজ খুব দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এ বিষয়ে ইবন আল-মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"نحن إلى قليلٍ من الأدب أحوج منا إلى كثيرٍ من العلم".

"আমরা অল্প কিছু আদবের বেশি প্রয়োজন বোধ করি, প্রচুর জ্ঞানের তুলনায়।" এ থেকে স্পষ্ট যে জ্ঞানই নৈতিকতা শেখার প্রথম ধাপ।

সমাজে নেতৃত্ব গঠনে ইলমের ভূমিকা: ইলমবান ব্যক্তিরা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। অজ্ঞ নেতৃত্ব সমাজকে বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে জ্ঞানী নেতৃত্ব সমাজকে শান্তি, ন্যায় ও উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান লাভ করেছে তাদের মর্যাদা কয়েক ধাপ বৃদ্ধি করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ, ১১)

সমাজে সমস্যার সমাধান ও স্থিতিশীলতা আনতে ইলম: সমাজের বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংকট মোকাবিলায় জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায়, আলিম ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সমাজের বড় বড় সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ছিলেন।

ইলম মানুষকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল ও উপকারী করে তোলে: কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো কল্যাণ ও তাকওয়ায়।" (সূরা আল-মায়িদাহ, ২) ইলম মানুষকে শেখায় কিভাবে একে অপরের উপকার করা যায়, সমাজকে সেবা করা যায়, অসহায়দের সাহায্য করা যায়।

অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয় ইলম: অজ্ঞতা সমাজকে বিভ্রান্তি, কুসংস্কার, শিরক, বিদআত, জুলুম ও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"জ্ঞানী আর অজ্ঞ কি কখনো সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার, ৯)

সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইলম: শিক্ষা, দক্ষতা, গবেষণা ও নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ সবকিছুই জ্ঞানের মাধ্যমে আসে। যেসব সমাজের জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নত, সেসব সমাজ অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী।

সুতরাং, ইলম ব্যক্তি জীবনকে আলোকিত করে, আর সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে পুরো সমাজে। একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজই ন্যায়ভিত্তিক, নৈতিক, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। তাই সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও উন্নত করতে হলে ইলম অর্জন, প্রচার ও চর্চা অপরিহার্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইলমের গুরুত্ব: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো ইলম অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু। মানবজাতির চরিত্র গঠন, নৈতিক পরিশুদ্ধি, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ এবং সভ্যতার অগ্রগতির মূল ভিত্তি হলো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিবারের পর দ্বিতীয় যে জায়গাতে একজন শিক্ষার্থী সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ঘর। দিনের অর্ধেক সময় যে জায়গায় থাকা হয়, সে জায়গাটা অবশ্যই মান-সম্মত হওয়া চাই। নিয়মকানুন, পরিবেশ, আচার-ব্যবহার সবকিছুই ভালো হওয়া উচিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
এখানে জ্ঞান শুধু তথ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি ব্যক্তি ও সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ করে, মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতা তৈরি করে।

জ্ঞান অর্জনের সংগঠিত পরিবেশ প্রদান করে ইলম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। কুরআনে আল্লাহ পাক জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে অনেক আয়াত নাজিল করেন।

দক্ষতা উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিতে ইলমের ভূমিকা: আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান নয়; প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ভাষা, নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান, দলগত কাজ ইত্যাদি বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকে। সমাজে কাজ করতে গেলে এসব দক্ষতা অপরিহার্য। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

ইলম মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে। কুরআনে আল্লাহ পাক সৎকর্মের ব্যাপারে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। এতে করে ইলমের প্রসার হবে। এই মূল্যবোধগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

গবেষণা ও নতুন জ্ঞানের বিকাশে ইলম: উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র। এখান থেকেই নতুন ধারণা, নতুন প্রযুক্তি এবং সমাজের উন্নয়নের উপকরণ সৃষ্টি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ"

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধানে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” (মুসলিম) গবেষণা ও নতুন জ্ঞানের চর্চা এই হাদীসের বাস্তব ফল।

জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইলম: একটি শিক্ষিত জাতি উন্নত হয়, অশিক্ষিত জাতি পিছিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষিত শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আলেম, প্রশাসক ও নেতৃত্ব তৈরি করে, যারা একটি রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা: ইসলামে ইলমকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রথম ওহিই ছিল জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে। এ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সেই স্থান যেখানে কুরআনের প্রথম নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান উভয়ের সমন্বয়ে আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা যায়।

জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারবে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ইলমের সংরক্ষণাগার। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জ্ঞানের ধারাবাহিকতা পৌঁছে যায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মাধ্যমে। ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"العِلْمُ صَيْدٌ، وَالكِتَابَةُ قَيْدُهُ"

“জ্ঞান হলো শিকার, আর লিখে রাখা তার বন্ধন।” শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়।

কর্মক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব: একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গন্ডি পার হয়ে কর্মক্ষেত্রে ধাবিত হয়।ছাত্রজীবনে একজন মানুষ যত ইলম অর্জন করে তার সবকিছু প্রয়োগ করার

সুযোগ আসে কর্মক্ষেত্রে। উচ্চ কর্মকর্তার সাথে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সকলের সাথে উত্তম আচরণ, সহায়তা করা, সদুপদেশ দেয়া, সৎ পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি একজন মুসলিমের কর্তব্য। যা ইলমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সৎ এবং যোগ্য মানুষ সমাজে যেমন সম্মানিত, তেমনই আল্লাহর কাছেও সম্মানিত।

বিদআত দূরীকরণে ইলমের গুরুত্ব: বিদআত হলো দ্বীন ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করা যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। বিদআত মানুষের আমল নষ্ট করে দেয় এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। বিদআত থেকে বাঁচার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো খাঁটি ইলম অর্জন। কারণ সঠিক জ্ঞান মানুষকে সত্য ও মিথ্যা, সুন্নাহ ও বিদআতের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়।

ইলম সুন্নাহ ও বিদআতের পার্থক্য স্পষ্ট করে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা জানো না তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।” (সূরা নাহল, ৪৩) সঠিক ইলম না থাকলে মানুষ বিভ্রান্তির পথে পড়ে, আর ভুল বুঝে বিদআতকে দ্বীন মনে করে।

বিদআত থেকে সতর্ক করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ।
তিনি বলেছেন,

"وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ"

“দ্বীনের ভিতর নতুন সংযোজন থেকে সাবধান! কারণ প্রত্যেক নব্য বিষয়ই বিদআত।” (আবু দাউদ, তিরমিযী) শিক্ষা ও ইলম মানুষকে এ ধরনের নতুন উদ্ভাবিত কাজ থেকে দূরে রাখে।

ইলম অন্ধ অনুসরণ ও কুসংস্কার দূর করে।
আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।” (সূরা ইসরা, ৩৬) এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, জ্ঞান ছাড়া কোনো আমল করা বৈধ নয়।

সালাফদের পদ্ধতি বুঝতে ইলম অপরিহার্য।
ইমাম শাতিবি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন—

وَالْجَهْلُ أَصْلُ كُلِّ بِدْعَةٍ

"অজ্ঞতাই প্রত্যেক বিদআতের মূল।" (আল ই'তিসাম ১/৩০) অর্থাৎ, ইলম থাকলে বিদআতের উৎসই বন্ধ হয়ে যায়।

ইলমই হলো বিদআতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। খাঁটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ইলম অর্জন করলে মানুষ সত্যিকার অর্থে সুন্নাহ রক্ষা করতে পারে এবং বিদআতের অন্ধকার থেকে নিরাপদ থাকে।

আধুনিক যামানায় ইলমের প্রয়োজনীয়তা: দ্বীন ইসলাম সকল যুগের জন্যই মানানসই আর উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ করে বিধিবিধান নাজিল করেছেন। তিনি কখনো তাঁর কোনো আদেশ নিষেধ চাপিয়ে দেননা। আধুনিক যামানায় চারপাশে অনেক ফেতনা ফাসাদ, নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার হচ্ছে। যেগুলো আদৌ ইসলাম সম্মত কিনা এটা যাচাই করে নিতে হবে। হুজুগে গা ভাসিয়ে দেয়া যাবে না। শরীয়তের বাহিরে একজন মুসলিম কোনো কিছু করতে পারে না, করার কথা চিন্তাতেও আনতে পারেনা।যারজন্য দরকার ইলম। এর মাধ্যমে মানুষ শরীয়ত এবং তাগুতের পার্থক্য করতে পারবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

"মানুষ কি মনে করে তারা 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরা আনকাবূত, ২)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"এমন ফিতনা থেকে বাঁচো, যা কেবল জালিমদের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকবে না।"(সূরা আনফাল, ২৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا

"ফিতনাগুলো মানুষের অন্তরে রাতের অন্ধকারের মতো ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, ১৪৪)

অপর এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

"এমন সময় আসবে যখন দ্বীনের ওপর অটল থাকা হবে হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতো।" (তিরমিজি, ২২৬০)

অতএব আমাদের উচিত ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা। সে অনুযায়ী আমল করা এবং ফেতনা থেকে সতর্ক থাকা।

উস্তায ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি: সাধারণ মানুষের জ্ঞান পর্যাপ্ত। কিন্তু উস্তাযগণের জ্ঞান বেশি। তাদের সান্নিধ্যে না থেকে ইলম অর্জন করাটা রিস্ক হয়ে যায়। অনেক সময় ভুল বুঝার বিষয় থাকে। এজন্য সবসময় উচিত দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে জানতে হলে সর্বপ্রথম আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া। তারা থেকে ফতোয়া নেওয়া, পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে না। মানুষ সঠিক ইলম পাবে।

ইলমের পথে বাধা: ইলম অর্জন করতে গেলে বহুদিক থেকে বাধা আসবে।
শাইতানের পক্ষ থেকে: সে চায় না আমরা ভালো কিছু করি। জান্নাতের পথে ধাবিত হই। সে আমাদের চারপাশ থেকে বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে ধোঁকা দিতে থাকে। এসব ধোঁকায় আমার কোনোভাবে পড়া যাবে না।ইলম অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে নফস। নফস মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। খারাপীর দিকে নিয়ে যায়। নফসের লাগাম অবশ্যই টেনে ধরতে হবে। তাকে পরাজিত করতে পারলেই আমাদের সাফলন আসবে।

অলসতা: অলসতা কাটাতে হবে অবশ্যই। এরজন্য মানুষ অনেক কাজ থেকে মাহরুম হয়ে যায়। সময়ের কাজ সময়ে করতে পারে না। যারফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

পরিকল্পনার অভাব: এরফলেও ইলম অর্জন সঠিক ভাবে করা যায় না। সঠিক এবং উপযুক্ত প্ল্যানিং করা আবশ্যক যেকোনো কাজের শুরুতে।
এছাড়া আরো অনেক কারণ আছে ইলমের অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। সবগুলো থেকেই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আল্লাহ তাওফিক্ব দিক।

তালিবে ইলমের মর্যাদা: তালিবে ইলম অর্থ ইলম অর্জনকারী।অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বলা হয় তালিবে ইলম।এদের মর্যাদা অনেক। তারা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে উভয় জায়গায় সফলতা লাভ করে।তালিবে ইলমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য নিয়্যাতকে খাঁটি করে। যত বাধাই আসুক না কেনো তারা মাহরুম হবে না। আল্লাহ পাক বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

"(হে নবী!) আপনি এ 'ইল্ম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯)

কুরআনে আলিমগণের ব্যাপারে প্রশংসার বিষয়টি জ্ঞাত। আর যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা করেন, তখন তা 'ইবাদত হয়। আর যদি মানুষ

মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ ইলম অন্বেষণের দ্বারা প্রশংসাপত্র পাওয়ার নিয়্যাত করে তবে সে কিয়ামতের দিন সুগন্ধি পাবেনা।

আলিমগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারবেন। তারা যথা সম্ভব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। সাদাকায়ে জারিয়াহর সুবর্ণ সুযোগ পায় ইলম বিতরণের মাধ্যমে। আর সব শেষ আখিরাতে, জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে প্রতিদান আল্লাহ রেখেছেন তাদের জন্য।

সমাপ্তি:

ইলম অর্জন একজন মুসলিমের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে। নিত্যদিনের অন্যান্য কাজকর্মের মতো ইলম অর্জন করাটাও রুটিনের মধ্যে রাখা উচিত। মানুষের হায়াত সংক্ষিপ্ত। এই নাতিদীর্ঘ জীবনে সে যদি ইলমের সাথে লেগে থাকতে পারে তবে আশা করা যায় সে সফল। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে যাবেন বলে আল্লাহর রাসূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অপরদিকে, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথে বের হয়ে আর ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাওয়াব হতে থাকে। সুবহান আল্লাহ। আমাদের সবার উচিত আমৃত্যু ইলমের সাথে লেগে থাকা। সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ইলমকে ব্যবহার করা। আল্লাহ তাওফিক্ব দিক।আল্লাহ তাআলা সবকিছু সহজ করুক।

تَمَّ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالىٰ ، ٱللّٰهُمَّ ٱنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَ عَمَلًا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيْعُ ٱلْعَلِيْمِ، ٱللّٰهُمَ آمِيْنْ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِيْن.ْ

“সমাপ্ত হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার সাথে।
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাদের উপকৃত করুন, আমাদেরকে এমন কিছু শিখান যা আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি দিন।
আর আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কবুল করে নিন হে আল্লাহ! সমস্ত জগতের পালনকর্তা!”

রেফারেন্স:
মাওয়াজে সাহাবা (সাহাবাদের অনুপম কথামালা)
লেখক: শায়খ সালেহ আহমদ শামী
অনুবাদক: মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

উস্তাদ ছাড়া ইলম অর্জনের পরিণতি
লেখক: মাওলানা ফয়সাল আহমাদ নদবী
অনুবাদক: যহীরুল ইসলাম

সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব
লেখক:ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ)
অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

ইলম অর্জনের নীতিমালা
লেখক: আল্লামা সালিহ বিন আব্দুল্লাহ আল-উসাইমি
অনুবাদক: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

কিতাবুল ইলম
লেখক: শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন